দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 07 APR 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

সার্ক ঘোষণা

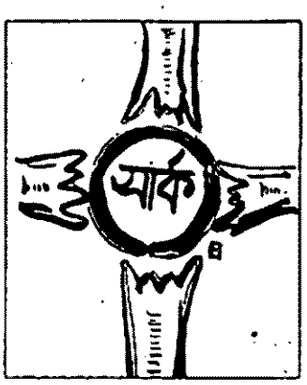

বুধবার নয়াদিল্লীতে দু'দিনের চতুর্দশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলন শেষ হয়েছে। এবারের এই সম্মেলন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্মেলনে অনুমোদিত হয়েছে ত্রিশ দফা সার্ক ঘোষণা। এতে সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ও ফুড ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য স্বাক্ষরিত হয়েছে দু'টি চুক্তি।

গত ত্রয়োদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকায়। ঐ সম্মেলন অবশ্য যথাসময়ে হয়নি। কয়েকবার নানা কারণে পিছিয়ে গিয়েছিল তারিখ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও নিরাপত্তার কারণে তারিখ পেছাতে হয়েছিল। এর আগের দ্বাদশ শীর্ষ সম্মেলন হয়েছিল ইসলামাবাদে। যাই হোক, এসব শীর্ষ সম্মেলনের নানা পর্যায়ে সার্ককে সুদৃঢ় এবং গতিশীল একটি সংস্থায় পরিণত করার তাগিদ দেয়া হয়। সার্ককে একটি গতিশীল কার্যকর সংস্থায় পরিণত করা তখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। সার্ক একটি কার্যকর ফোরামে পরিণত হোক, এই আশা সার্কভুক্ত দেশগুলোর সাধারণ মানুষের। এই সংগঠনটিকে আসিয়ান বা ইউরোপীয় ইউনিয়নের আদলে অর্থনৈতিক ইউনিয়ন হিসাবে গড়ে তোলার ব্যাপারেও আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে। দরিদ্র দক্ষিণ এশিয়ায় মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য কাজ করার লক্ষ্যেই এই দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার সৃষ্টি। সার্কের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু এই ঢাকায় ১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর। সার্কের ঘোষণাপত্রে দক্ষিণ এশিয়ার মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, অর্থনৈতিক-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির ধারা ত্বরান্বিতকরণ, জাতীয় ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেয়া, সাধারণ জনগণের স্বার্থে সহানুভূতি ও সহযোগিতা বৃদ্ধি। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদি লক্ষ্য নির্ধারিত রয়েছে।

এর আগে ১৩টি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনেক চুক্তি হয়েছে, অনেক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। কিন্তু গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোর সবই কার্যকর বা বাস্তবায়ন করা হয়নি বা হতে পারেনি। এসব কারণেই সার্ক সংস্থা থেকে সার্কভুক্ত দেশের মানুষ পূর্ণ সুফল ভোগ করতে পারেনি।

তারপরও চেষ্টা চলছে সার্ককে সত্যিকার অর্থে কার্যকর ও গতিশীল করার। এবার চতুর্দশ শীর্ষ সম্মেলনের ফল দেখে মানুষের প্রত্যাশা দৃঢ় হয়েছে যে, এই সংস্থা এবার অনেক গতিশীল হবে। আশা করা যায়, এই শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত চুক্তি, অঙ্গীকার যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হবে এবং সার্কভুক্ত দেশের জনগণ এসবের সুফল পাবে। সার্ক ঘোষণায় সকল সদস্য দেশের বাজারে প্রবেশাধিকারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং দারিদ্র্য, ব্যাধি, দুর্যোগ ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াইয়ের যে-অঙ্গীকার করা হয়েছে তা বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সার্ক নেতৃবৃন্দ ২০০৮ সালকে 'সুশাসনের জন্য সার্ক বর্ষ' ঘোষণা করেছেন।

এবারের সার্কের সমাপনী অধিবেশনে সার্ক নেতৃবৃন্দ এ অঞ্চলের শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জনে নতুন অঙ্গীকার ঘোষণা করেছেন। এ জন্য তাঁরা বহুমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, দক্ষিণ এশীয় অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির (সাপটা) পূর্ণ বাস্তবায়ন দক্ষিণ এশীয় কাস্টমস ইউনিয়ন এবং দক্ষিণ এশীয় অর্থনৈতিক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে একটি রোডম্যাপ প্রণয়ন এবং সন্ত্রাসদমন বিষয়ক জাতিসংঘ ও সার্ক সনদের পূর্ণ বাস্তবায়ন, নারী ও শিশু পাচার, মাদক চোরাচালন বন্ধ করা ইত্যাদি কার্যক্রমের ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এগুলো এ অঞ্চলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, এতে সন্দেহ নেই।

এবার সার্ক শীর্ষ বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষে যোগদান করেন প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ। বুধবার সমাপনী অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদসহ সার্ক দেশের অন্য সকল নেতা। পর্যবেক্ষক দেশসমূহ চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরাও ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এই অধিবেশনে ঘোষণা করা হয়, আগামী পঞ্চদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে মালদ্বীপের রাজধানী মালেতে।

চতুর্দশ সম্মেলনে এমন সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, যা বাস্তবায়িত তথা কার্যকর হলে এ অঞ্চলের মানুষ অনেক লাভবান হবে। মানুষ তারই প্রত্যাশায় রয়েছে।